৭

তারিখ ..27 NOV 1994 ... ..
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

দৈনিক সংবাদ

ছাত্রদল নেতাদের অভিযোগ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে 'জামাতীকরণ' করা হচ্ছে

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (কুষ্টিয়া), ২৬শে নভেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে জামাতীকরণের এবং মৌলবাদের ঘাঁটিতে পরিণত করার অভিযোগ করেছে ছাত্রদল। ইসলামী বিশ্ব-বিদ্যালয় শাখা। ছাত্রদল বলেছে শিবিরের সন্ত্রাসীদের প্রশ্রয়, চাকরি ক্ষেত্রে শিক্ষক কর্মকর্তা নিয়োগে এই ঘটনার সত্যতা মেলে।

আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ এই অভিযোগ উত্থাপন করেন।

ছাত্রদল সভাপতি মীর্জা ওয়ালিদ হোসেনের বাসভবনে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে ভিসির দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির প্রতিবাদে সিন্ডিকেটে স্মারকলিপি পেশ ও ভিসির বিরুদ্ধে মামলা করার কথা ঘোষণা করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সম্পাদক বেলাল হোসাইন।

লিখিত বক্তব্যে অভিযোগ করা হয় ঃ ১৯৯১ সালে নয়া উপাচার্য নিয়োগ পাওয়ার পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে মাদ্রাসা কোটা চালু, শরীয়তী লেবাসে মান্ধাতার আমলের ছাত্র আচরণবিধিসহ ২০০ নম্বরের আরবী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে মৌলবাদের ঘাঁটি বানানোর হীন চেষ্টা শুরু হয়। কিন্তু ছাত্রদলসহ

ছাত্রদল ঃ পৃঃ ৬ কঃ ৮

ছাত্রদল ঃ নেতৃবৃন্দের অভিযোগ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের আন্দোলনের মুখে এ চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং এ ব্যর্থতার প্রতিশোধ হিসেবে ছাত্রদলের সাঃ সম্পাদক বেলাল হোসেনসহ ছাত্রলীগ হিসাব (শা-পা), ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্র মৈত্রী ও ছাত্রফ্রন্টের ১৩ জন ছাত্রনেতার নামে শোকজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের হুমকি প্রদর্শন করা হয়। বক্তব্যে বলা হয়, চলতি মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০টি বিভাগে ২১ জন শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে জামাত-শিবির-মৌলবাদীদের নিয়োগদানের চেষ্টা করা হয়। ছাত্র দল এই দুর্নীতির লিখিত প্রতিবাদ জানায়। জামাত-শিবির অনুসারী না হওয়ায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের দু'জন স্বর্ণ-পদকপ্রাপ্ত ছাত্র চাকরির আবেদন করলে তাদের ইন্টারভিউ কার্ডও দেয়া হয়নি। অথচ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল নেতা কবির হত্যার আসামী এক শিবির নেতাকে বাংলা বিভাগে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। ভিসি তার দুর্নীতি ধামাচাপা দেয়ার জন্য ছাত্রদলের সভাপতি ও সাঃ সম্পাদকের নামে ভিসি অফিসে গুলি করার কল্পিত তথ্য দিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চিঠি প্রেরণ করেছেন যা অত্যন্ত গোপনীয় হলেও কয়েকটি পত্রিকায় তা ছাপা হয়। সেই চিঠিতে তার জীবনের নিরাপত্তা চাওয়া হয়েছে। অথচ এ ঘটনার ব্যাপারে থানায় মামলাও করা হয়নি।